কুবিতে আটকে আছে পরীক্ষার ফল

কুবি প্রতিনিধি
২২ আগস্ট ২০২৪, ১২:০০ এএম

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. এএফএম আবদুল মইনের পদত্যাগের পর এখন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত পদগুলোর মধ্যে আছেন কেবল উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ূন কবির। তাকে আগে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক দায়িত্ব দেওয়া থাকলেও গত ৫ আগস্টের পর থেকে তিনি ক্যাম্পাসে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। উপ-উপাচার্যের উপস্থিতি না থাকায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরে আটকে আছে বিভিন্ন বিভাগের মোট ১৩টি পরীক্ষার ফলাফল। এর ফলে রেজাল্ট প্রকাশের ফাইলগুলোতে স্বাক্ষরের অভাবে ফলাফল প্রকাশ করা যাচ্ছে না। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নুরুল করিম চৌধুরী।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর পরীক্ষার রুটিন প্রকাশ করলেও পরীক্ষা সংক্রান্ত বাকি কাজগুলো উপাচার্য অথবা উপ-উপাচার্যের স্বাক্ষরেই প্রকাশিত হয়ে আসছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যকে দায়িত্ব বণ্টনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কিত দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়। কিন্তু ৫ আগস্টের পর থেকে ক্যাম্পাসে না আসায় স্বাক্ষরের অভাবে ফলগুলো প্রকাশ করা যাচ্ছে না। উপ-উপাচার্যের অবর্তমানে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর রেজাল্ট বা একাডেমিক বিষয়গুলোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে কিনা জানতে চাইলে ভারপ্রাপ্ত

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নুরুল করিম বলেন, ‘আমি পরীক্ষার রুটিন পাবলিশ করার এখতিয়ার রাখি। তবে যদি উনি পদত্যাগ করেন তাহলে সেটা পরবর্তী সময় দায়িত্ব দিয়ে দেবে ইউজিসি থেকে কাউকে না কাউকে। সে জন্য আমাদের সবার জন্যই এখন এটা জানা প্রয়োজন যে, উনি কী আসলে অফিস করবেন নাকি পদত্যাগ করবেন।’

সার্বিক বিষয়ে সম্পর্কে জানতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ূন কবিরের সঙ্গে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

এর আগে গত ১৮ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে পদত্যাগের জন্য ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম বেঁধে দেয় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা। তবে সে সময় পার হলেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেননি।